৭ মার্চ, ২০১৪

ক্রিকেটিং জাতীয়তাবাদ

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

১৯৯৯-এ একদিকে কারগিল যুদ্ধ চলছিল, অন্যদিকে হচ্ছিল ইল্যাংন্ডে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট খেলা। সেই সময় গ্রীষ্মাবকাশে আমি সপরিবারে ইল্যান্ডে ছিলাম। আমরা একটার পর একটা স্টেডিয়ামে গিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছি। সেমিফাইনালে পৌঁছানোর আগেই ভারত বিশ্ব কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিল।

ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। কারগিল লড়াইয়ের জেরে ম্যাচটা অন্য মাত্র পেয়েছিল। মাঠেও ছিল প্রবল উত্তেজনা। বেশিরভাগ দর্শক ভারত অথবা পকিস্তানি রং-এর পোশাক পরেছিলেন। দু দেশের জাতীয় পতাকা আন্দোলিত করে করে দর্শকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক দল তরুণ আমাকে চিনতে পেরে ভারতীয় দলের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে মতামত দিচ্ছিলেন। তাঁরা অধিকাংশই ব্রিটিশ পাশপোর্টধারী এবং ব্রিটেনের নাগরিক। কয়েকজন যুবক ছিলেন গুজরাতি, তাঁদের পরিবার কেনিয়া ও উগান্ডায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। আমি তাঁদেরকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁরা কোন দলের হয়ে উল্লাস দেখাবে। একবাক্যে সবাই জবাব দিয়েছিল, 'ভারত'। কিন্তু ইল্যান্ডের বিরুদ্ধে অন্য কোনও দেশ খেললে তাঁরা তখন ইংল্যান্ডের পক্ষে। লর্ড স্বরাজ পল আমাকে একবার বলেছিলেন, তিনি সবসময়ই ভারতের সমর্থক, তবে ভারত-ইল্যাংন্ড ম্যাচ হলে তিনি বিজয়ী দলের পক্ষ নেন।

আমিও তাই করি, কারণ স্পের্টিং ন্যাশনালিজম বা ক্রিকেটিং জাতীয়তাবাদ হল একজনের পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য দিক। ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে দেশ বিচার না করেই কোনও ক্রীড়াবিদের গুণগান করা উচিত। তাঁদের মান্যতা দেওয়াতেই আনন্দ। কিন্তু প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটে সবাইকে জাতীয় দলের দিকেই টান মারে। বিশ্ব কাপ ফুটবলে বিভিন্ন দেশের সমর্থকদের বিদেশের মাঠে গিয়ে দলের পক্ষে হইহই করতে আমি দেখেছি। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটেও সীমানা ছাড়িয়ে কোনও নামী ক্রিকেটারের প্রশংসা করা অন্যায় নয়। কিন্তু পাকিস্তানের জয়ের পর যখন কিছু মানুষ সংগঠিত ভাবে উল্লাস প্রকাশ করে তখন উন্নত মানের খেলাকে বাহবা দেওয়ার নিরীহ বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয় না। এ ধরনের ঘটনায় একটা রাজনৈতিক বার্তাও থাকে। এ সব মানুষের দায়রায় সোপর্দ করা বা না করা অথবা করলেও কোন ধারায় হবে তা এখানে ইস্যু নয়। আসল কথা হল, ইচ্ছাকৃত আচরণের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার প্রয়াস করা হয়, সেটা কী?

যে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার প্রয়াস করা হয়, সেটা কী?

স্বাভাবিক ভাবেই এ ধরনের আচরণ বেশিরভাগ মানুষের একটা মনে সন্দেহ উসকে দেয়। অনাবশ্যক ভাবে কিছু মানুষ সন্দেহ উদ্রেক করে মানসিক প্রাচীর তৈরি করে দেয়। এর ফলে কত লক্ষ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে তা কী তারা হয়ত বুঝতে পারছে না। এমনকী তাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজনের এধরনের আচরণ সমর্থনও করে না তারা। এতে এক শ্রেণীর কিছু মানুষ বিচ্ছিন্নতা বোধের শিকার হয়। জাতীয় মূল স্রোত থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃত ভারতীয় ও বিশেষ সম্প্রদায়ের সদস্যদের উচিত এই সব দিকভ্রান্ত মানুষদের বোঝানো যে তাদের কাজে সম্প্রদায়, দেশ, এমনকী তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা একেবারেই হারানো-হারানো খেলা।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>